দক্ষযজ্ঞের অন্তর্জ্ঞান

দক্ষ কে? দক্ষ হচ্ছেন পৃথিবী, এই ধরিত্রীর উপর যে সমস্ত যজ্ঞ হয়, তাতে আমাদের সত্যের রূপ অর্থাৎ সতীরূপকে সমস্ত মঙ্গলের জন্য ডাক্‌তে হয়। দক্ষরাজ এই সৃষ্টির একটা প্রতীক, আর সতী হচ্ছেন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতীক। কিন্তু সত্য অর্থাৎ সতী একা কোন সৃষ্টির সঙ্গে মিশতে পারে না, তাই শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়ের রূপ তার সঙ্গে আসতে না পারায় সৃষ্টির অর্থাৎ দক্ষযজ্ঞের অমঙ্গল সাধিত হল।

শঙ্কর সতীকে চিন্‌তে পারেন নি, তিনি বুঝতে পারেন নি যে, সতী সেই মহান, সেই বিরাট সত্য, যার বিনাশ নেই, যিনি অনাদি অনন্ত শক্তি, যা থেকে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে, এমন কি যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকেও সৃষ্টি করেছেন। তাই শঙ্কর মোহাচ্ছন্ন হয়ে বলেছিলেন, ''আমি একে বাধা দেব। ও কখনওই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবেনা।'' কিন্তু যখন সতী বললেন,''চেয়ে দেখ, আমি কে? আমাকে বাধা দিতে পারে এমন শক্তি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নেই।'' এবং তারপর যখন তিনি একে একে দশ মহাবিদ্যারূপ দেখালেন, তখন শঙ্কর ভয়েই অস্থির। তাঁর ক্ষুদ্র স্বামীত্বের গর্ব্ব ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। তারপর শঙ্কর যখন সেই চিন্ময় সতীদেহ নিজের স্কন্ধে তুলে নিলেন, তখন তিনি অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হলেন। সেই জ্ঞানের এত শক্তি যে শঙ্কর তখন পাগল হয়ে গেলেন। পরে বহুকাল তপস্যা করে সমাহিত হন। তারপর নিজের কামাগ্নিকে মদনরূপে ভস্ম করে তিনি হলেন দেবাদিদেব।

মানুষ যেমন ঠাকুর দেবতার কাছে বলে, আমায় বড় কর আর শত্রুর সর্বনাশ কর, দক্ষও সেই রকম কল্যাণের পূজা করেন নাই, ঐশ্বর্য্যের পূজা করেছিলেন। সুন্দরকে বেছে নিতে গিয়ে, মঙ্গলকে বাদ দিয়েছিলেন। বেছে বেছে ঐশ্বর্য্যের ও সৌন্দর্য্যের দেবতাদের আমন্ত্রণ করেছিলেন।শক্তির সাধনা যেখানে হয়, মা ভগবতীর হয় সেখানে অধিষ্ঠান। পূজা যেখানে সত্য, সতীর হয় সেখানে আবির্ভাব। দুর্বুদ্ধি দক্ষকে সুবুদ্ধি দিতে ও অহংকারে অন্ধ দক্ষরাজকে সত্যের আলোক দেখাতে সতীমা এসেছিলেন সেই যজ্ঞস্থলে বিনা নিমন্ত্রণে, বিনা আহ্বানে। সতীমার হিতকথা দক্ষ কানে তুল্‌লেন না, নিজের মঙ্গলকে বাদ দিয়ে করলেন তিনি নিজের অমঙ্গলের আবাহন। শিবকে বাদ দিয়ে করলেন তিনি অশিবের পূজা। তাই তাঁর যজ্ঞ পণ্ড হল। দক্ষযজ্ঞে প্রথম বলি হল সত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সতীর। তবুও মদমত্ত দক্ষ বুঝলেন না, শিবহীন যজ্ঞ খালি অশুভ উৎপাদন করতে পারে। এ থেকে মঙ্গল হতে পারে না। যদিও তখন মঙ্গলময় শিবের আবির্ভাব হল তবু দক্ষ তাঁকে বরণ করে নিতে পারলেন না, করলেন তাঁর লাঞ্ছনা। মোহান্ধ নর এইভাবে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করে। বোঝালেও বোঝেনা, কোনটা তার মঙ্গলের পথ আর কোনটা তার সর্ব্বনাশের পথ। ঝোঁকের বশে বেছে নেয় তার চরম দুর্গতির পথ। এখানে আর একটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। শিব সেই প্রাণহীণ সতীদেহ কাঁধে তুলে নিলেন। তা হলেই দেখ সত্যের দুটি রূপ। একটি চৈতন্যময় রূপ, যা শাশ্বত নিত্য। আর একটি তার জড় রূপ ঐ প্রাণহীণ সতীদেহ। এই জড়দেহের উপর শঙ্করের যে মায়া, সেটা সাধকের অহংরূপ। এখন শঙ্করের অবস্থা কি রকম জান? সাধক সত্যের আলোক পেয়েছে, কিন্তু অহংকার যায়নি। কিন্তু পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানলাভ করতে হলে, এই অহংজ্ঞান ধ্বংস করতে হবে। তাই নারায়ণ হরি সুদর্শনচক্রে ঐ সতী দেহ খণ্ড খণ্ড করলেন, এবং সাধকের অহংজ্ঞান হল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস। শঙ্করেরও এখানে দুটি মূর্ত্তি। প্রথম সাধক, দ্বিতীয় বিষ্ণু। সুদর্শনচক্র হচ্ছে ভগবৎজ্ঞান।

দক্ষ দম্ভ ও অহংকারের প্রতিমূর্ত্তি, মঙ্গলকে বাদ দিয়ে করতে গিয়েছিলেন যজ্ঞ সমাপন। দম্ভ ও অহংকারের রূপক হিসাবে তিনি ধারণ করলেন ছাগমুণ্ড। মানুষ যজ্ঞ করে তার অজ্ঞতাকে বলি দেবার জন্য। দক্ষ তা করেননি। করেছেন সত্যের অবমাননা, শিবের অসম্মান। তাই তাঁর যজ্ঞ হল পণ্ড আর নিজে পেলেন শাস্তি! ছাগমুণ্ড হল কেন জান? ছাগল ভেড়া এমন জীব, যে কোন কিছুতে তারা আপত্তি করতে পারে না। একটাকে যেদিকে ফেরাবে সবগুলো সেই দিকে চল্‌বে। তাই সাধকের প্রথম অবস্থায় ছাগ ভাব। এইবার দক্ষরাজ সত্যের পথের সন্ধান পেলেন।

—নিত্যসিদ্ধ মহাত্মা ঠাকুর শ্রীশ্রীবিষ্ণুপদ
সিদ্ধান্তের 'সাধুর কথা' হতে উদ্ধৃত